সত্যমেব জয়তে
ত্রিপুরা সরকার

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা আমাদের গর্ব। এই জাতীয় পতাকার তিনটি বর্ণের মধ্যে উপরের গেরুয়া রঙ দেশের শক্তি ও পরাক্রমের প্রতীক। মাঝখানের সাদা রঙের অংশটি শান্তি ও সত্যের প্রতীক। নীচের সবুজ রঙটি দেশের উর্বরতা, প্রতিপত্তি ও পবিত্রতার তাৎপর্য বহন করে। পতাকার মাঝে নীল রঙের অশোকচক্র প্রগতির প্রতীক। আমাদের জাতীয় পতাকা দেশের সার্বভৌমত্ব, গৌরব, রাষ্ট্রবাদী চেতনা, দেশপ্রেম আর মহান আত্মত্যাগের ঐতিহ্য। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এই জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা।

দেশভক্তি ও দেশপ্রেমের চেতনাকে সুদৃঢ় করে তুলতে এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও স্বাধীনোত্তর কালে নিবেদিত বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজির আহ্বানে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও ২০২২ সালে ১৩-১৫ আগস্ট প্রথমবার "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচি পালন করা হয়। সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই কর্মসূচি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। অনুরূপভাবে ২০২৩ সালেও এই কর্মসূচি সাড়ম্বরে পালিত হয়।

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা আমাদের দেশাত্মবোধের পরিচায়ক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার অনুভূতি বহন করে আসছে। রাষ্ট্রীয় চেতনার এই অনুভূতিকে রাজ্যবাসীর মধ্যে জাগ্রত করতে রাজ্যে আগামী ১৩-১৫ আগস্ট ২০২৪ " হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচি পালন করা হবে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। আমি "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচি সফল করে তুলতে রাজ্যের প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, আগরতলা পুর নিগম সহ অন্যান্য শহর, ব্লক, পঞ্চায়েত ও ভিলেজ এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিককের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এই জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা যেমন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হব তেমনি আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, বর্তমান প্রজন্মকে নেশার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করে সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন উপহার দিতে। তরুন প্রজন্মের হাত ধরে আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃত লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে বলে আমার বিশ্বাস। আসুন সবাই মিলে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে আজকের এই দিনে অঙ্গিকারবদ্ধ হই।

আমাদের প্রতিজ্ঞা হউক - নেশামুক্ত ত্রিপুরা।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর • ত্রিপুরা সরকার